যুগান্তর

তারিখ 18 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি

আজ মধ্যরাত পর্যন্ত ৩য় পর্যায়ে আবেদন

যুগান্তর রিপোর্ট

দুই দফায় সুযোগ দেয়ার পরও প্রায় সোয়া লাখ শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হয়নি। এ পরিস্থিতির মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ে আবেদনের সময় একদিন বাড়ানো হয়েছে। আজ মধ্যরাত পর্যন্ত অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তির আবেদন করা যাবে। আগামীকাল মধ্যরাতে এ আবেদনের ফল প্রকাশ করা হবে। জানা গেছে, দুই দফায় ১২ লাখ ৮৩ হাজার শিক্ষার্থী কলেজ পেয়েছে। এদের মধ্যে ১১ লাখ ৬১ হাজার জন ভর্তি নিশ্চিত করেছে। বাকি ১ লাখ ২২ হাজার শিক্ষার্থী কলেজে পেয়েও ভর্তি নিশ্চিত করেনি। চার ধরনের শিক্ষার্থী তৃতীয় পর্যায়ের আবেদন করতে পারবে। তারা হল, মাইগ্রেশনে বা অন্য কলেজে যেতে ইচ্ছুক, যারা চান্স পায়নি তাদের আবেদন পরিবর্তন (আবেদনে কলেজ সংযোজন-বিয়োজন), ভর্তি নিশ্চায়ন বাতিলকৃতদের আবেদন এবং যারা ভর্তি নিশ্চায়ন করেনি। শনিবার দুপুর ২টায় এসব শিক্ষার্থীর আবেদন নেয়া শুরু হয়েছে। আজ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন যুগান্তরকে জানান, দ্বিতীয় তালিকায় মনোনীতদের ভর্তি নিশ্চিতের পর তৃতীয় পর্যায়ে ১৬ ও ১৭ জুন আবেদন নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম দুইদফায় কলেজপ্রাপ্তদের ভর্তি নিশ্চায়নের হার কম হওয়ায় আবেদনের সময় বাড়ানো ও ফল প্রকাশের সময় পেছানো হয়েছে। ১৯ জুনের মধ্যে তৃতীয় তালিকায় মনোনীতদের ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০ থেকে ২২ জুন প্রথম দফায় এবং ২৮ থেকে ২৯ জুন দ্বিতীয় দফায় ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে কলেজগুলো। ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই।

৫ জুন কলেজে ভর্তির প্রথম বাছাই তালিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায়, ১২ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৮ জন

কলেজ পেয়েও দুই দফায় প্রায় সোয়া লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি

কলেজ পেয়েছে। এসব প্রার্থীর পরদিন থেকে ৮ জুনের মধ্যে নিজ নিজ বোর্ডে ১৮৫ টাকা করে ফি জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার কথা ছিল। রেজিস্ট্রেশন বা ভর্তি নিশ্চিত না দিলে সিলেকশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের হার কম দেখে সময় দু'দিন বাড়িয়ে ১০ জুন দুপুর ১২টা পর্যন্ত করা হয়। এদিন বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১০ লাখ ৪০ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিয়েছে।

দ্বিতীয় দফার আবেদনের ফল প্রকাশ ১৩ জুন রাতে প্রকাশ করা হয়। তাতে প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী আবেদন করেছে। তবে এদের মধ্যে ৩১ হাজার শিক্ষার্থীকে নতুন কলেজ দেয়া হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে মাত্র ২০ হাজার নতুন, যারা এর আগে আবেদন করেনি।

ভর্তি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী বুয়েটের অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রথম দুই দফায় কলেজপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা ভর্তি নিশ্চিত করেনি এবং তৃতীয় পর্যায়ে আবেদনকারীদের সুবিধার্থে কলেজের শূন্য আসন ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। এতে আবেদনকারীরা বুঝতে পারবে কোথায় তার আবেদন করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের আসন শূন্য দেখে কলেজ পছন্দ তালিকায় দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. সালেহীন জানান, ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://www.xiclassadmission.gov.bd/) দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট অনুসরণ করলে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যায় পড়বে না।

৯ থেকে ২৬ মে প্রথমদফায় অনলাইন ও মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়ে আবেদন নেয়া হয়। এতে সারা দেশে ১৩ লাখ ১০ হাজার ৯৪৭ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছিল।